ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1333-1339
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.353

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের চর্চার কয়েকটি দিক: একুশ শতকের মূল্যায়ন

সৌম্য ঘোষ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the 2nd century, the two books "Bibhutibhushan: Kathasahitye Vastabvada" by Ramakrishna Bhattacharya and "Bibhutibhushan: Swabiradhi Sanbed" by ChandikaPrasad Ghoshal are of particular importance in the criticism of Bibhutibhushan's literature. Both critics have viewed Bibhutibhushan's literature in two different ways. Neither of them could create any separation between Bibhutibhushan as an individual and his literary world until the end. With this connection, Ramakrishna Bhattacharya has compared Bibhutibhushan with the basic concepts of Marxism, and ChandikaPrasad Ghoshal has compared Bibhutibhushan with Life of Western scholar and philosophy. Chandika Prasad Ghoshal was ultimately able to compose a post-colonial orientalism in the practice of Bibhutibhushan, as a result, it was not reduced to a mere comparison of the West and the East. Ramakrishna Bhattacharya also explored the social history from a realistic perspective. He viewed Bibhutibhushan's literature according to his criteria. As a result, despite seemingly two different dimensions, the two critics were able to meet in a single integral orientalism. And in criticism of Bengali literature, Bibhutibhushan's literary criticism was made most important here, that even if viewed from different ideologies, Bibhutibhushan's literature ultimately speaks a single integral 'word of the soul'.

Keyword: Life of Verrier Elwin, Walden, theory of Erich Fromm, Western Romanticism, Marxist Contradiction

একুশ শতকের প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছরে বিভূতিভূষণের সাহিত্য নিয়ে মার্কসীয় দর্শন এবং বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর “বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ” গ্রন্থে। আরেক সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল “বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ” গ্রন্থে উপনিবেশবাদের প্রভাবে পশ্চিমী রোমান্টিকতা এবং বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব-সত্তার অখণ্ডতা নিয়ে বিভূতি-সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন। আমি আমার নিবন্ধে এই দুটি গ্রন্থ গ্রহণ করে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের চর্চার কয়েকটি দিককে চিহ্নিত করছি।

এক

“পথের পাঁচালী” শুরু থেকেই এক ক্ষুদ্র বিরোধিতা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। সে হোক্ গ্রন্থপাঠ কিংবা পত্রিকাপাঠ। খাদ্যরত বুড়ি পিসির সামনে থেকে দুর্গাকে ‘উঠে আয় ইদিকে’ ডাক দেয় মা সর্ব্বজয়া, অন্যদিকে পিসি বলেন “থাক্”। এই সাধারণ অনুষঙ্গের সঙ্গেই কি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য “... সেকালের অবসান হইয়া গেল”[1]

মেলানো যায়? খুকি-দুর্গা উঠে গিয়েছিল। ইন্দির ঠাকরুণ 'সেকাল'-এর নিদারুণ বাস্তবতা নিয়ে একাই ছয়টা পরিচ্ছেদ জুড়ে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এর দুটি গুরুত্ব স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনায়: প্রথমত, গ্রামের মানুষের চোখে সমাজ-ইতিহাসের যে পরম্পরা ধরা পড়েছে, সেখানে কুলীনকন্যার মৃত্যুই 'সে-কাল-এর অবসান'। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এগিয়ে চলার মূল চাবিকাঠি হলো 'দ্বন্দ্ব'। ইন্দির ঠাকরুণের সেকালের সঙ্গে একালের আসলে 'কুলীনকৌলীন্যের জায়গায় কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা'।[২] এই আলোচনাটির অধ্যায়ের শিরোনাম "উপন্যাসের মার্কসীয় বিচার..."। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে যায়, ইন্দির ঠাকরুণকে বুঝতে আলোচক বাস্তববাদের মূল অস্ত্র হিসেবে এখানে মার্কসীয় বীক্ষণ নিয়ে এসেছেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এবং প্রয়োজনে যে শোষণ ও তোষণের রাজনীতি গোটা ভারতের ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছিল, তা বিপ্লবের সূত্রপাত তো বটেই। কিন্তু তার প্রক্রিয়া কী ছিল? 'দ্বন্দ্ব'। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবস্থিতিকে ইতিহাস পরিবর্তনের প্রধানতম অংশ ক'রে ব্যাখ্যা দেয় মার্কসবাদ। সেই তত্ত্বের ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে নানা তাত্ত্বিকের হাতে। লেনিনীয় দর্শনে এই দ্বন্দ্বের প্রকার ত্রিবিধ: প্রথম, শ্রম-এর সঙ্গে পুঁজি-র দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়, পুঁজিবাদের নতুন গোষ্ঠীর সঙ্গে বনেদি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব; তৃতীয়, উপনিবেশস্থিত জাতির দুই মেরুকরণ।[৩]

ইন্দির ঠাকরুণের প্রসঙ্গে যে দুই কালের দ্বন্দ্ব,তা স্পষ্টত দ্বিতীয় শ্রেণির। সমাজের বনেদি-সংস্কারের কৌলীন্যের জায়গায় নব্য-পুঁজিবাদ প্রাধান্য পায়। তাই তেত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে বৃদ্ধ রাণীর মধ্য দিয়ে সর্ব্বজয়ার অন্তরে ইন্দির ঠাকরুণের প্রত্যাবর্তনে দুইকালের ব্যবধান স্পষ্ট করে দেন আলোচক। "পয়সারই আদর ... ওদের তো আপনার লোক... গেরাজ্জি করে কেউ!"[৪]

ঠিক এই 'দ্বন্দ্ব'-এর আরেকরূপ চিহ্নিত করেছেন আলোচক হরিহরের মধ্য দিয়ে। উক্ত ত্রিবিধ দ্বন্দ্বের প্রথমটি, অর্থাৎ শ্রম আর পুঁজির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত চরিত্র হরিহর। একদিকে পূর্বপুরুষের বংশগত অভিসম্পাতকে নাকচ করে বাড়ির বড়ো ছেলে হয়ে সংসার করছে দিব্য, অন্যদিকে বংশগত কথকতার স্থাবরতায় থিতু থাকতেও পারছে না। সংস্কারের বুকে আঘাত দিয়ে সদ্ গোপকে মন্ত্রদীক্ষা দেবে সে অর্থাৎ পুঁজির দরবারে নিজেকে সঁপে দেওয়া ,নচেৎ দুরবস্থাকে সঙ্গী করে তলিয়ে যাওয়া। শ্রম আর পুঁজির দ্বন্দ্বে শ্রমিকদের এই দ্বিবিধ অভিমুখ থেকে বাঁচার উপায় ছিল বিপ্লব। হরিহরের বংশে বিপ্লব নেই। নিশ্চিন্দিপুরে তাদের বাস। নানা স্থানের অভিজ্ঞতা হরিহরের পরিসরে দ্বন্দ্ব এনেছে বটে, কিন্তু বিপ্লবের জন্ম দিতে পারেনি। তাই দেশ ঘুরে ঘরে ফিরে ভাবতে বসে কীভাবে সাজাবে জমাট করে তার পাঁচালী-কথকতা। অর্থাৎ ইন্দির ঠাকরুণ এবং হরিহরকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি ও ইতিহাসের এক সমান্তরাল এবং যুগ্ম পাঠ নিয়েছেন আলোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দেখিয়ে দিয়েছেন নিরলস শান্ত 'পথের পাঁচালী'-র বুকেও কীভাবে উত্তাল হাওয়া ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নিজ অভিমত, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস,দর্শন, শিল্প -সাহিত্য চর্চার প্রথম ধাপ হলো সমাজ বিন্যাসের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ করা। তাই তো গ্রিসের পুরাণকথার প্রকৃতি বুঝতে গেলে সেই প্রাচীন গ্রিক সমাজের বৈষয়িক বিন্যাসে খোঁজ করতে হয়।[৫]

বাঙাল কথকের মধ্যেও যুগের এই মাত্রা সরগরম। অসহায় হতদরিদ্র কথকও জাল-দানপত্র নিয়ে তৈরি হয় অর্থ এবং সংসারের প্রয়োজনে। সব ছেড়ে চলে আসা কথকও যখন মহা-বামন-ভিক্ষায় কিছুই পেয়ে ওঠে না, তখন অচল দোয়ানি সমেত পাঁচ সিকের মূল্য তখন শ্রমের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ তো হবেই। ঠিক যেভাবে পিতম কাঁসারি লুট করবে দুর্গাদের বাসনপত্র। নতুন পুঁজিবাদের রেশ যখন অজগাঁয়ে অল্পস্বল্প পৌঁছতে লেগেছে, তখন তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না পুরাতনের দল। হয় হরিহরের মতো দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে নয়তো বাঙাল কথক কিংবা পিতম কাঁসারির মতো পথ খুঁজে নেবে অনালোকিত পথে, ঠকানোর মধ্য দিয়ে, জালিয়াতি ক'রে। এই "মূর্তির পেছনে বড় একটা চালচিত্র"[৬] রাখার রীতিই আসলে তুলে ধরেছেন আলোচক রামকৃষ্ণ

ভট্টাচার্য। সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে যে বাস্তববাদের পাঠ তিনি নিলেন, সেখানে অবধারিতভাবে ইতিহাসের পটভূমিতে সমাজ, সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তির নির্মাণ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর "কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'বাস্তববাদ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন "বাস্তববাদের সঙ্গে উপন্যাসের নাড়ির যোগ; অতিপ্রাকৃত ও নিছকই কাল্পনিক পুরাণকথা ছেড়ে উপন্যাস এল সমকালের জীবন ও ধ্যানধারণাকে হাজির করতে।"[৭]- উল্লেখযোগ্য বিষয় 'ধ্যানধারণা' শব্দটি, সমকালের ধ্যানধারণা কি ঠিক সেই 'কাল্পনিক পুরাণকথা'-কে ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন মৌলিক কোনো বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছিল? পারেনি। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ব্যাপারটি মানবজীবনের অংশ এবং তার বাস্তবায়ন উপন্যাসের অধিকার। বিভূতিভূষণকে সেই অধিকারের দাবিতে সমর্থন জানিয়েছেন আলোচক। কিন্তু আলোচক আবেগপ্রবণ, অযৌক্তিকতা, মরমী কুয়াশা থেকে বিভূতিভূষণের সাহিত্যকে উদ্ধার ক'রে উজ্জ্বল আলোয় ফেলে দেখেছেন।ফলে প্রকৃতির অতীন্দ্রিয়বাদকে অতিক্রম ক'রে নিখিল প্রকৃতিতে মানব-প্রকৃতির জীবনাচরণকে খুঁজে পেয়েছেন। "বাস্তববাদ বলতে বোঝায় এক ত্রিমাত্রিকতা, এমন এক সর্বব্যাপকতা যা চরিত্র ও মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীন সত্তা সঞ্চার করে।... যার বিরোধিতা এ করে তা হচ্ছে ক্ষণিক মেজাজের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বারা মানবীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার এবং মানুষ ও পরিস্থিতির বস্তুনির্ভর প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার ধ্বংসসাধনের।"[৮]

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে যে বিচারমূলক বাস্তববাদের ঐতিহ্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সংজ্ঞায়িত হয়েছে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সেই বাস্তববাদের ইঙ্গিত ও অবস্থানগুলি চিহ্নিত করে তুলে ধরেছেন আলোচক। হরিহর সেখানে বীরু রায়ের বংশগত অভিশাপ থেকে মুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। পৈতৃক পেশায় দ্বন্দ্বকাতর এবং পরিবর্তনোৎসাহী। ক্ষুধাই অপু দুর্গার জীবনে মূল সূত্র ধরে বাস্তববাদকে বহন করে চলেছে। বাস্তববাদ মূলত জীবনের বস্তুকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তি বা পরিবেশকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাজাত তত্ত্ব। তাই হয়তো রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য "স্বপ্ন আর সত্য"-র মতো অধ্যায় লিখলেন। হরিহর, সর্বজয়া,দুর্গার স্বপ্ন তুলে ধরে তার ব্যর্থতা দেখিয়ে দেন। অপুই একমাত্র পূরণ করতে পেরেছে। ব্যবধান মেটাতে পেরেছে স্বপ্ন আর সত্যের। কারণ হরিহর-সর্বজয়া-দুর্গাও তাদের স্বপ্ন নিয়ে 'সেকাল'-এরই বশবর্তী। নতুন কালের নিয়মে সর্বজয়া বা হরিহর কেউই স্বস্তি পায়নি। কথক ঠাকুরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে হরিহর তাই বয়সের পার্থক্য গুণে ভাবতে পারে: "সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে ? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?"[৯]

সর্বজয়ার স্বপ্ন স্বচ্ছলতার। দুর্গার স্বপ্ন আবছা আলোয় অনির্দিষ্ট। অপুর স্বপ্ন দিগন্তের। অপু পূর্ণতা পেয়েছে বটে, তবে 'অপরাজিত'-এ। তার নির্মাণের সঙ্গে মিশে আছে লেখকের বেদনা, দুঃখ, অনুভূতি। অন্তত বিভূতিভূষণের জীবনীমূলক গ্রন্থ তাই লিখেছে। তাই লেখক ও চরিত্রের সমন্বয়মূলক বাস্তবতা (যা অবশ্যই শিল্পীত, শিল্পেরও নিজস্ব বাস্তবতার পরিসর আছে)-কে আবার দেখবার প্রয়োজন অনুভব করেন আলোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। 'ক্যুন্‌স্‌ট্‌লার্‌রোমান' অর্থাৎ শিল্পীর জীবন নির্মিত হবার পরিসরে ঝোঁক পড়ে। এক ইউরোপ-বিচ্যুত নতুন 'ক্যুন্‌ট্‌স্‌লার্‌রোমান'-এর পরিচয় মেলে। যেখানে সমাপ্তি বা পরিণতি বলে কিছু নেই। কেবল হয়ে ওঠার নিরিখেই আলোচক এই গরমিলকে চিহ্নিত করে দিতে পারেন তাই। আলোচক আর্নেস্ট ব্লচের যে প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন "A philosophical view of the Novel of the Artist"[১০], সেখান থেকেই উল্লেখ করা যায় "... when the character's life assumes a more colourful aspect than what is usual. A life like this doesn't always have to be successful particularly not in a cheap sense."

তবে, কেবল এই দৃষ্টি বিভূতিভূষণের সাহিত্যের একটি খণ্ড পাঠ হিসেবে বিবেচিত হবে। অখণ্ড বিভূতিভূষণকে ধরতে গেলে এটিরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রুশতী সেন অর্থনীতি ও ইতিহাসের সংযোগ সাধন ক'রে

'আরণ্যক' উপন্যাসের যে গভীর পাঠ নিয়েছেন ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, সেই ধারার বিকশিত পূর্ণরূপ হিসেবে ধরা যায় "বিভূতিভূষণ: কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ"-কে।

মার্কসবাদ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাধীনতাপূর্বেই। কিন্তু সেটি বিকশিত হয়ে ধরা দিয়েছে অনেক পরে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য, যা কিনা প্রকৃতি, পরিবেশ, বাস্তব থেকে পলাতক ইত্যাদি প্রশংসা বা নিন্দামুখর আলোচনায় গ্রস্ত, তাতেও এমন এক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রবর্তনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের সাহিত্য পাঠের প্রতি মনোযোগ, যত্ন এবং বৈচিত্র্য আনার দিক থেকে সার্থক হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি এই বাস্তবতার পরিসরকেই খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন? দিলীপকুমার রায়ের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, বানানো প্লটে বিভূতিভূষণের আস্থা নেই। সহজভাবে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন তিনি।[১১] সেই সহজভাবে দেখার বিশ্লেষণে একুশ শতকীয় হতাশা, বেকারত্ব, অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পাঠ নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত করেছে। গুরুগম্ভীর নন্দনতাত্ত্বিক খোঁজ নয়, মার্কসবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শের নিরিখেই বিভূতি-পাঠ অনন্যতা লাভ করেছে।

দুই

'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লেখক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে কখনো কখনো মিলিয়ে দেখেছেন, আরেক সমালোচনা চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালও সেই সম্পর্ক-বিয়োগ ঘটাননি। তবে চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল ব্যক্তিগত বিরোধিতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যের অখণ্ড পাঠে। পাশ্চাত্য মতাদর্শের দৃষ্টিতেই ওঁর "জঙ্গলের, জীবনের উৎসবে বিভূতিভূষণ" মুখরিত। সেখানেও আলোচক বিভূতিভূষণের স্ববিরোধ তুলে এনেছেন। তবে, এই বিরোধিতা অন্তরাত্মার পথ খুঁজে নেবার। তাই হয়তো পথ খুঁজতে খুঁজতে আলোচক সুদূর পাশ্চাত্যের অরণ্যবাসী ডেভিড থরোর সঙ্গে অরণ্যবাসী বিভূতিভূষণের এবং বনবাসী সত্যচরণের আত্মিক ও বাহ্যিক কাঠামোগত যোগসূত্র রচনা করতে পারেন। এই যোগসূত্রে প্রকৃতি ও মানুষ একই বিশ্বতানে বাঁধা পড়ে। যাকে সমালোচক বিভূতিভূষণের "দিবাবসান" গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন।

অপু সর্বজয়ার বৃত্তে নিভৃতে থেকেছে এবং যখন মুক্তি পেয়েছে,তখনও অন্য নারী-বৃত্তেও সেই মা-মা-গন্ধটি খোঁজ করে। একান্ত অপুর বেড়ে ওঠার নির্মাণে আলোচকের আলোকদৃষ্টি শিল্পের নিজস্ব প্রতিবেশে ক্রিয়াশীল। তিনি অন্য কোনো বাহ্যিক তত্ত্ব বা সূত্র দিয়ে "অপু-সর্বজয়া ও পিছুটানের পাঁচালী" নির্মাণ করেননি। এদিক থেকে দুই সমালোচকের সমালোচনার মেজাজ ভিন্ন প্রকৃতির।

অপুর পরিণতির পিছনে সর্বজয়ার অবদান মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে বিচার্য হয়েছে আলোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালের দৃষ্টিতে। গ্রেগরি ই. ল্যাঙ্গ (G.E. Lang)-এর "why a son needs a mom"- এর প্রসঙ্গে লিখিত কয়েকটি চরণ: "My mother did many things for me that, taken one at a time may seem inconsequential but when taken altogether, made me who I am"[১২]- অপু সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণই তুলে ধরা হয়েছে। আর ফ্রয়েডীয় দর্শন নয়, তাকে প্রশ্ন করে এরিখ ফ্রোম বাচোফোন-কে স্মরণ করেছেন। ঔপনিবেশিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সেই বৃত্তকেই প্রশ্ন করার নাম হয় উত্তর-উপনিবেশবাদ, সেই উত্তর উপনিবেশবাদের চর্চায় নৃতত্ত্বের নতুন জিজ্ঞাসা চোখের সামনে উঠে আসে, এখন আর সমাজের বিবর্তনমূলক ঐতিহাসিক পটভূমি নয়। এক দ্বৈত সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত, "In the same way, the understanding of love differs between the sexes: While a mother loves her child unconditionally, just because s/he exists, a father's love is always conditional, a love to be earned, which demands something in return."[১৩] অথচ এই দ্বৈত সংস্কারকে একাত্মীভূত ক'রে সামাজিক পরিসরে উপস্থাপন করে সন্ধান করতে

চেয়েছেন তার প্রবণতা, গতিপ্রকৃতি এবং প্রভাব। "In a letter on the 1st of June, 1936, Fromm writes: 'The task seems to me to be to understand the struc tures of character and instincts as a result of adaptation to the given social conditions and not as a product of the erogenous zones' Horkheimer saw in Freud's instincts the materialistic basis for physical phenomena. But Fromm criticized Freud's instinct-based psycho-logy specifically in this respect: [to look at] man as an animal coerced by his instincts but domesticated by society."[১৪] সুতরাং অপু ও সর্বজয়ার যে স্নেহবৃত্ত সামাজিক পরিসরের তত্ত্ব-কাঠামোয় বিচার্য হয়েছে, তা একুশ শতকে শিল্প-সাহিত্যে 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি' বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভেরিয়ার এলউইন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, ছোট থেকে মামাদের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন মন। মায়ের ধর্মবিশ্বাসও ছিল সুগ্রথিত। কিন্তু ডিন ক্লোজ স্কুলে ভর্তি হবার পর বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সেই বিশ্বাসে বাস্তবতার করাল ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগলো। পরপরই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী। অক্সফোর্ডে পরিচয় হওয়া বার্নার্ড অ্যালুইয়ারের সাহচর্যে ভারতীয়-দর্শন,সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আর শ্যামরাও হিভালের থেকে ভারতীয় জীবনধারার বোধে উত্তোরিত হয়েছিলেন। যমনালাল বাজাজের মুখে শোনা 'গোণ্ড' উপজাতির কথা, এবং ঝাঁপিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে,এক আশ্চর্য উপলব্ধির স্বাক্ষর বহন করছে। বিশপ উডের পরামর্শে দুর্গম করনজিয়া গ্রামে পৌঁছানো, সরকারি পরিতোষ-সমন্বিত প্রতিশ্রুতিনামায় স্বাক্ষর করে তারপর পাসপোর্ট পাওয়া, অবশেষে মিলে মিশে যাওয়ার সফলতা বা স্বস্তি। এর সঙ্গেই বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' মিলিয়ে পাঠ নিয়েছেন আলোচক।[১৫]

এর আগে যে বিভূতিভূষণের সঙ্গে অন্য কোনো পণ্ডিত- ব্যক্তিত্বের তুলনা হয়নি তা নয়। জীবনানন্দ, টমাস হার্ডি র সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে গোটা আস্ত বই লেখা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্যের খুদকুঁড়ো থেকে স্বর্ণকণা খুঁজে পাওয়ার মতো করে ভেরিয়ার এলউইনের জীবনকে, কখনো বা জিম করবেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মধ্যে একুশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার গভীরতা, ব্যাপ্তি এবং বিশ্বায়নের এক অখণ্ড মাত্রার বিস্তারই চোখে পড়ে।

ডেভিড থরোর মতো একই প্রত্যাবর্তন সত্যচরণের ঘটেনি। সত্যচরণের আশ্রয়ের সঙ্গে মিলে যায় বটে থরো কিংবা এলউইনের একাত্মীভূত হয়ে ওঠাটি, কিন্তু সর্বসাকুল্যে তো কিছুই মেলে না। চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সেটাই তুলে ধরেছেন, "একটি নির্দিষ্ট জীবনে অন্তরিন থাকা তাঁর (ডেভিড থরো) জন্য নয়। বিভূতিভূষণ সেভাবে ফিরে আসেননি। তিনি বারবার ফিরে গেছেন অরণ্যের সান্নিধ্যে।"[১৬] তবে তাতে নৈকট্যের অভাবে রোমান্টিকতার আতিশয্যই আলোচক খুঁজে পেয়েছেন। বিভূতিভূষণের সত্যচরণ কিংবা ডেভিড থরো, দুজনেই সীমায় বন্দি। কিন্তু সত্যচরণের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে কি সেই নৈকট্যের অভাব কিছুটা মিটে যায় না! যে 'আদিমতাবাদ' -এর পরিচয় দিতে গিয়ে আদিবাসী-জীবন-দ্রষ্টা এলউইন ও 'আরণ্যক'-এর চরিত্রের অভিজ্ঞতা মিলে মিশে যায়, সেই আদিমতাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণে রয়েছে আদিম অধিবাসীদের প্রসঙ্গ, যে আদিমতা গোপিকানাথ রায়চৌধুরী হাডসনের উপন্যাসে পেয়েছেন, তার প্রকৃতি এর চেয়ে ভিন্ন। একুশ শতক আদিমতার এক নতুন না হলেও, বিশিষ্ট মানদণ্ড গড়ে দিয়েছে: "যারা প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম,তারাই অগ্রবর্তী। যারা প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে পড়ে থাকে তারা আদিম।"[১৭] তবে বিভূতিভূষণ শেষপর্যন্ত "তাঁর অরণ্য-সন্দর্শন সমগ্র পর্ব জুড়ে এক এলিটিস্ট প্রকৃতি বিলাসিতার মাত্রায় বাঁধা পড়ে।"[১৮]— বিভূতিভূষণের নির্মিত জগতে এবং স্বয়ং লেখকের প্রতি সেই অভিযোগ এনেছেন আলোচক।[১৯] স্বয়ং যেমন লেখক ও কথকের ব্যবধান মেটাতে পারেননি, ঠিক তেমনই

বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠিত-ভারতীয় দৃষ্টির প্রতি আঘাতও হেনেছেন। ফলে বিশ শতকের প্রতিষ্ঠা, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই ভেঙে দিলেন আলোচক।

পশ্চিমী দুনিয়ার নির্মাণ রিসার্ভ ফরেস্ট এবং সেই দুনিয়ার হাতেই শাসিত ভারত। সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার। সেই দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন সত্যচরণ। যুগলপ্রসাদের সঙ্গে বিলাতী বুনোফুলের বীজ বোনে। সুতরাং যে 'আরণ্যক' উপন্যাস কখনো উপনিষদ, কখনো স্মৃতিচারণমূলক প্রকৃতির উপাখ্যান, কখনো উপনিবেশবাদের পরাকাষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী, সেই উপন্যাসকে প্রকৃতি ও নাগরিক কথকের ভাবনাবিশ্ব দিয়ে উত্তরোপনিবেশবাদী পাঠ নিলেন সমালোচক। দেখিয়ে দিলেন, নাগরিক সত্যচরণের দৃষ্টিতে এই অরণ্যসভ্যতা ঠিক কী? আমাদের প্রাচ্য-বৃত্তের মধ্যেই যে এই পাশ্চাত্য সংস্কার একীভূত হয়ে এক মিশ্র ভাবনা বৃত্ত গড়ে তুলেছে,বিশ্বায়ন তারই পরিশীলিত নাম।

তাই যেন দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠের প্রয়োজন হয়।তাই পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হলো ঠিক কোথায় গিয়ে আলাদা বিভূতিভূষণ ও দেবেন্দ্রনাথ। যেমন, প্রথমত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মীয় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক তাড়নায় জগত পরিব্রজনে ব্রতী ছিলেন। বিভূতিভূষণে তা নিসর্গ জগতের বিশালতা অনুভব করার পরিণাম। দ্বিতীয়, পরিবেশের তীব্র রূপে মহর্ষি পরমেশ্বরের জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখেছেন। বিভূতিভূষণ দেখেছেন পশ্চিমী ঊষর প্রান্তরের রূপ। যেন টাকলামাকান মরুভূমি বা গোবি।

তবে আশ্বাসের সুরে বিভূতিভূষণের "জাল" গল্পের কথা আলোচক উল্লেখ করেছেন। ভারহেচ্ নগরেও একদিন ছোটনাগপুরের নামকরা বাঘের দল হাওয়া খাবে। নগর আবার অরণ্য গ্রাস করবে। একুশ শতকও শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ভর করেই দাঁড়াবে। এই সুর একান্তভাবে আমাদের। সমালোচকও তা ধারণ করেই রাখলেন। একুশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার ধারা আসলেই প্রাচ্য বৃত্ত এবং বিশ শতকের আবহেই প্রসৃত, বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ২০।

২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ. ৪৫।

৩. দাশগুপ্ত, পীযূষ, সেনগুপ্ত, কল্পতরু, সিংহ, প্রভাস, দাশগুপ্ত, শঙ্কর, রায় চৌধুরী, সুদর্শন (সম্পাদিত)। স্তালিন রচনাবলী। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ৮৩।

৪ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ১৬৭।

৫. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা। অবভাস, কলকাতা, সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৩৩।

৬. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ.৭৪।

৭ তদেব, পৃ.১১।

৮. সাঈদ-উর রহমান। মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা । জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৫৬।

৯ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ১৫৪।

১০. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ.

১১. রায়, দিলীপকুমার। পথের পাঁচালী। পরিচয় পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৮। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১২. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৬।

১৩. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. CONTINUUM, New York, London, 2000 A.D., P. 75.

১৪. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. CONTINUUM, New York, London, 2000 A.D., P. 93.

১৫. দেবী, মহাশ্বেতা, সাহা, পৃথ্বীশ। ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ। সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৬৩।

১৬. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ৫২।

১৭. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ৬৭।

১৮. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৯. তদেব, পৃ. ৬০।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। প্রথম প্রকাশ ২০১৯, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি।

২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, বহুস্বর, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাশগুপ্ত, পীযূষ, সেনগুপ্ত, কল্পতরু, সিংহ, প্রভাস, দাশগুপ্ত, শঙ্কর, রায় চৌধুরী, সুদর্শন (সম্পাদিত)। স্তালিন রচনাবলী। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা।

২. দেবী, মহাশ্বেতা, সাহা, পৃথ্বীশ। ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ। ১৯৬৩, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা। সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, অবভাস, কলকাতা।

৫. রায়, কিরণ কুমার (অনূদিত)। ওয়ালডেন। ১৯৬০, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

৬. সাঈদ-উর রহমান। মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

৭. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. 2000 A.D., CONTINUUM, New York, London.

সহায়ক পত্রিকা:

১. 'পরিচয়', মাঘ,১৩৩৮। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। উক্ত পত্রিকার দিলীপকুমার রায়ের 'পথের পাঁচালী' প্রবন্ধটি গ্রহণ করা হয়েছে।